❖ পেটেন্ট কি?

- পেটেন্ট হল কোন কারিগরি সমস্যার কারিগরি সমাধান (Technical Solution of a Technical Problem) । সরকার কর্তৃক পেটেন্ট অনুমোদনের মাধ্যমে কোন উদ্ভাবককে তার নতুন কোন উদ্ভাবনের স্বীকৃতিস্বরূপ একটি নির্দিস্ট মেয়াদের জন্য নিরন্কুশ বা একচ্ছত্র স্বত্বাধিকার (Exclusive Rights) প্রদান করা হয়।
- মূলত প্রযুক্তি র যে কোন ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত কোন নতুন পণ্য বা পদ্ধতি , যা শিল্পে প্রয়োগযোগ্য এবং যাতে ইনভেন্টিভ স্টেপ রয়েছে তা পেটেন্টযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।
- সরকার কর্তৃক উদ্ভাবককে পেটেন্টের স্বত্বাধিকারী প্রদান করার ফলে স্বত্বাধিকারী তার পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি ও বিক্রি করতে পারেন এবং অন্যকে ও এরূপ অনুমতি প্রদান করতে পারেন । পেটেন্ট স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি ও বিক্রি করতে পারবেন না।
- বাংলাদেশ পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ এর আওতায় ১৬ বছরের জন্য কোন পেটেন্ট স্বত্বাধিকারীকে এরূপ একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়। পেটেন্টের স্বত্বাধিকারী ১৬ বছর পর্যন্ত এ রূপ নিরন্কুশ অধিকার ভোগ করতে পারেন। এরপর জনসাধারণের যে কেউ চাইলে উক্ত উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পেটেন্ট স্বত্বাধিকারীর বিনানুমতিতে ব্যবহার করতে পারেন।

❖ পেটেন্ট সুরক্ষার কার্যকারিতা (**Effect) স্থানিক (Territorial)-**

➢ যে দেশের ভূখন্ডে পেটেন্ট সুরক্ষার জন্য দরখাস্ত করা হয় কেবলমাত্র সেদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যেই উহা কার্যকর থাকে। অর্থাৎ পেটেন্ট সুরক্ষার বিষয়টি স্থানিক। বাংলাদেশে কোন পেটেন্ট গৃহীত হলে কেবলমাত্র বাংলাদেশের সীমানার মধ্যেই উহা কার্যকর থাকবে। তাই বাণিজ্যিক উদ্যেশ্যে একাধিক দেশে পেটেন্টের সুরক্ষা পেতে হলে কাঙ্খিত প্রতিটি দেশেই পেটেন্ট সুরক্ষার জন্য নিয়মানুযায়ী পৃথকভাবে আবেদন করতে হবে।

❖ **পেটেন্টযোগ্য উদ্ভাবনঃ**

➢ প্রযুক্তির যে কোন ক্ষেত্রে (In any field of Technology) উদ্ভাবিত কোন পণ্য (Product) বা পদ্ধতি (Process) , যাতে নতুনত্ব (Novelty), ইনভেন্টিভ স্টেপ (inventive step) ও শিল্পে প্রয়োগযোগ্যতা (Capable of Industrial Application) রয়েছে তা পেটেন্টযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

➢ যে কোন উদ্ভাবন নূতন হিসাবে বিবেচিত হবে, যদি উহা প্রায়র আর্ট (prior art) দ্বারা ধারণাযোগ্য না হয়।

➢ প্রায়র আর্ট (prior art) বলতে, আবেদনের পূর্বে বা উদ্ভাবনের দাবি করতঃ পেটেন্ট আবেদন দাখিলের তারিখের পূর্বে, বিশ্বের যে কোন স্থানে দৃশ্যমান ফরমে বা ব্যবহারের মাধ্যমে বা অন্য যে কোন ভাবে জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত যে কোন কিছুকে বুঝায়।

- কোন উদ্ভাবনে নতুনত্ব (Novelty) আছে কি না তা বিবেচিত হবে যদি, দাবিকৃত উদ্ভাবনে, ইনভেনটিভ স্টেপ (inventive step) থাকে এবং উহা প্রায়র আর্ট (prior art) এর মধ্যে পার্থক্য ও সাদৃশ্য বিবেচনায়, আবেদনের তারিখে অথবা ক্ষেত্রমত, অগ্রাধিকার তারিখে, প্রায়র আর্ট (prior art) এ পারদর্শী ব্যক্তির নিকট দাবিকৃত উদ্ভাবনটি সামগ্রিকভাবে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান না হয়।

- ইনভেনটিভ স্টেপ (Inventive Step) বলতে সাধারনত বুঝায়, কোন উদ্ভাবনের বিষয়, যাতে বিদ্যমান জ্ঞান ভান্ডারের তুলনায় কারিগরি অত্যাধুনিকতা/অগ্রশীলতা (Technological Advancement) এবং আর্থিক সুবিধা/তাৎপর্য (Financial Advantages) অথবা উভয়ই বিদ্যমান রয়েছে যা উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট আদৌ অজানা।

- কোন উদ্ভাবন শিল্পে প্রয়োগযোগ্য কিনা তা বিবেচিত হবে যদি উহা কোন শিল্পের জন্য প্রস্তুত হয় অথবা ব্যবহৃত হয়। ‘ শিল্প’’ শব্দটি ইহার ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হবে, যেমন- মানুষকে যে কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা যে কোন পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে সক্ষম বিশেষত হস্তশিল্প, কৃষি, মৎস্য ও সেবা সংক্রান্ত সকল কিছু ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে।

❖ **Article 27 of the TRIPs Agreement অনুযায়ী** নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পেটেন্ট সংরক্ষণের আওতা বহির্ভূত হবেঃ

- আবিষ্কার (Discoveries), বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (Scientific Theory), গাণিতিক পদ্ধতি (Mathmatical Methods);
- সার্জারি বা থেরাপির মাধ্যমে মানবদেহ (Human) বা প্রাণির (Animals) চিকিৎসা পদ্ধতি এবং মানবদেহ বা প্রাণির (Animals) রোগ নির্ণয় (Diagnostic) পদ্ধতি;
- মাইক্রো-অর্গানিজম ব্যতীত উদ্ভিদ (Plants) ও প্রাণি (Animals), উহাদের অংশ এবং অজৈব (Non-biological) ও মাইক্রো বায়োলোজিকাল প্রক্রিয়া ব্যতীত, উদ্ভিদ বা প্রা ণি ও উহাদের অংশ উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় জৈবিক প্রক্রিয়া;

❖ পেটেন্ট গ্রহণের সুবিধাসমূহঃ

- অনেক শ্রম ও বিনিয়োগলব্ধ উদ্ভাবিত কোন নতুন প্রযুক্তি অন্য কেউ পেটেন্ট মালিকের (Patent Owner) অনুমতি ব্যতিরেকে বাণিজ্যিক ব্যবহারের মাধ্যমে লাভবান হতে পারে না;
- পেটেন্টের মালিক তার উদ্ভাবনের ব্যবহার, বিপনন, ইজারা ইত্যাদির মাধ্যমে একচেটিয়াভাবে ১৬ বছর আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন এবং সুনাম অর্জন করতে পারেন;

- পেটেন্ট মালিকানা হতে প্রাপ্ত আয় গবেষক/উদ্ভাবককে আরো শ্রম ও বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে। এভাবে নব নব উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন এবং প্রযুক্তির হস্তান্তর (Technology Transfer) ঘটে।

❖ **পেটেন্ট গ্রহণ না করার অসুবিধাসমূহঃ**

- যদি কেউ তার উদ্ভাবিত পণ্য বা পদ্ধতির পেটেন্ট গ্রহণ না করেন তবে অন্য কেউ তা পেটেন্ট করে বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করতে পারেন। এতে উদ্ভাবকের সমূদয় শ্রম ও বিনিয়োগ পন্ড হয়ে যেতে পারে।